Annual Report
2024-2025

SGFL

Sylhet Gas Fields Limited

(A Company of Petrobangla)

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। অপেক্ষাকৃত পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে দেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে সর্বপ্রথম জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন, উৎপাদন ও বহুমূখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত ছয় দশকের অধিক সময় ধরে এসজিএফএল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশজ জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের অন্যতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান, নতুন কূপ খনন, বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন, গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ, ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ অর্জনের পথে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলেছে। এ অগ্রযাত্রায় জ্বালানি নিরাপত্তা অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাই দেশীয় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। দেশের উন্নয়নের এই ধারাবাহিক যাত্রায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অব্যাহতভাবে অবদান রেখে চলেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বর্তমানে কোম্পানির ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৮টি কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ১৪২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং দৈনিক ৬২৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন হচ্ছে। এসজিএফএল-এর গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য হারে উপজাত কনডেনসেট উৎপাদিত হয় যা কোম্পানির নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন এবং বিপণন করা হয়। দেশের তরল জ্বালানি চাহিদা পূরণে এ কোম্পানির রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এবং উক্ত প্লান্টদ্বয় হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) উৎপাদনে রয়েছে।

এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে দৈনিক ৯০০ ব্যারেল অকটেন (RON 95), ৩১৫০ ব্যারেল পেট্রোল (RON 89), ১৯০ ব্যারেল ডিজেল, ১২০ ব্যারেল কেরোসিন ও ১৫ ব্যারেল এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত অকটেন (RON 95), পেট্রোল (RON 89), কেরোসিন, ডিজেল ও এলপিজি দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টটি ০২-০৬-২০২৪ তারিখে উৎপাদনে আনা হয় যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১১০০ ব্যারেল। এলপিজি প্লান্ট চালুর ফলে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত দৈনিক কম-বেশি ৩৫০ ব্যারেল এনজিএল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা পাওয়া গেছে অন্যদিকে কোম্পানির আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লান্টটিতে উক্ত এনজিএল প্রক্রিয়াকরণ করে দৈনিক কম-বেশি ২১০ ব্যারেল "সুপার লাইট কনডেনসেট" এবং ১৪০ ব্যারেল "এলপিজি" (১২.৫ কেজি ধারণ ক্ষমতার ৯৩০ সিলিন্ডার এলপিজি) উৎপাদন করা হয়।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পাশাপাশি গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৈলাশটিলা-৮নং কূপ ও সিলেট-১০নং কূপ খনন এবং বন্ধ থাকা সিলেট-৭নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে উৎপাদনে আনা হয়েছে। বর্তমানে কূপসমূহ হতে দৈনিক কম বেশি ২৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৬ সালের মধ্যে আরও ৩টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৬টি নতুন গ্যাস কূপ ও ১টি তেল কূপ খননের মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদনের সাথে আরও দৈনিক ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা এবং দৈনিক ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়াও, ২০২৬-২৮ সালের মধ্যে ২টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৫টি নতুন গ্যাস কূপ ও ১টি তেল কূপ খননের মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদনের সাথে আরও দৈনিক ১০৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা এবং দৈনিক ১০০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এছাড়া, এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ৩ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ জরিপ ফলাফলে মোট ১২টি ড্রিলেবল কূপ লোকেশন চিহ্নিত হয়েছে এবং সর্বমোট ২৭৯৪.৪০ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে।

১.০ গ্যাস উৎপাদন পরিস্থিতি:

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৭টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৩৪.৬৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ৪৯,১৫৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৯.৬% বেশি।

১.১ ফিল্ড-ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন:

(মিলিয়ন ঘনফুট)

ফিল্ড	২০২৪-২০২৫		২০২৩-২০২৪	
	উৎপাদনরত কূপ	মোট উৎপাদন	উৎপাদনরত কূপ	মোট উৎপাদন
হরিপুর	৪টি (৭, ৮,৯ ও ১০)	৩৭৩৯.৮৮৪	৩টি (৭, ৮ ও ৯)	২০০২.২৮৪
কৈলাশটিলা	৪টি (২, ৬, ৭ ও ৮)	১৪৮৯৩.৭৯১	৪টি (২, ৪, ৬ ও ৭)	১০২৫৯.৮৪৫
রশিদপুর	৭টি (১, ২,৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯)	২৫১৭১.৮৫৪	৭টি (১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯)	২০১৪২.৬৮৮
বিয়ানীবাজার	২টি (১,২)	৫৩৫২.৭৬৬	২টি (১, ২)	৫৫১৫.০৪২
মোট	১৭ টি	৪৯১৫৮.২৯৫	১৬ টি	৩৭৯১৯.৮৫৯

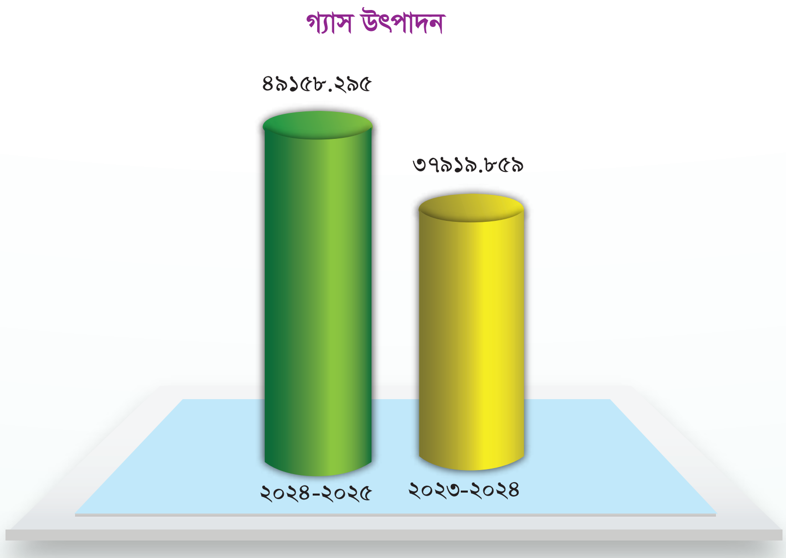

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ১১২৩৮.৪৩৬ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। চলমান ওয়ার্কওভার ও খনন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

২.০ লিক্যুইড পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন পরিস্থিতি:

২.১ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২৪ - ২০২৫			২০২৩ - ২০২৪		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
হরিপুর	২০১৬.০৪৬	১৬৬৮.৩৪৪	-	১০৫২.৯৩৭	৮৭৫.৫৭৬	-
কৈলাশটিলা	১৭৯০২.৫২৪	-	১৯৬৯৯	২০৯৯৬.৮৮০	-	১৩৭০
রশিদপুর	৭৮২.৭৫২	১৬১৫.২২৩	-	৭০৭.২৮৭	১৬৭৬.৩৮৬	-
বিয়ানীবাজার	১২৪১০.০৪৯	-	--	১৩৩৬৩.৪৫১	-	--
মোট	৩৩১১১.৩৭১	৩২৮৩.৫৬৭	-	৩৬১২০.৫৫৫	২৫৫১.৯৬২	-
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৩৬৩৯৪.৯৩৮			৩৮৬৭২.৫১৭		

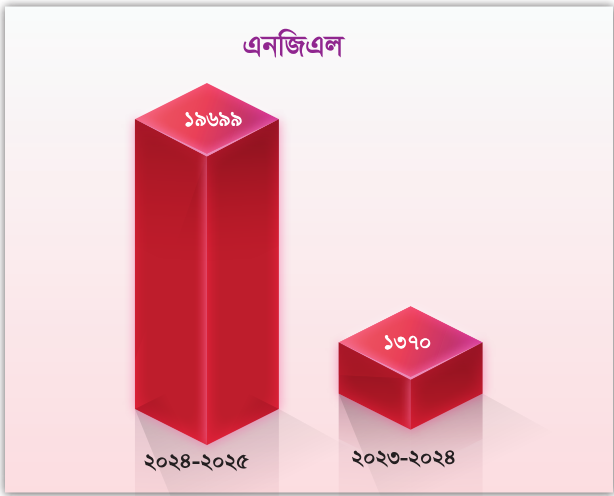

কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টটি উৎপাদনে আসায় এমএসটিই প্লান্টটি কনডেনসেট মোড এর স্থলে এনজিএল মোডে পরিচালনা করায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট এনজিএল উৎপাদন ১৮৩২৯ কিলোলিটার বৃদ্ধি পায় এবং হেভী কনডেনসেট উৎপাদন ৩০০৯.১৮৪ কিলোলিটার হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, লাইট কনডেনসেট উৎপাদন ৭৩১.৬০৫ কিলোলিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত সমুদয় এনজিএল কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে বিভাজন করে এলপিজি ও এসএলসি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত এসএলসি রশিদপুর ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ প্লান্টের মাধ্যমে পেট্রোল (RON 89) এবং অকটেন (RON 95) এ রূপান্তর করা হয়েছে।

২.২ অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি

শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি) এবং ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট-এ প্রক্রিয়াকরণ করে মটর স্পিরিট (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে মে ২০২১ মাস হতে বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন (RON 95) ও এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89), অকটেন (RON 95), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি'র ফিল্ড/স্থাপনাভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

পেট্রোলিয়াম পণ্য: কিলোলিটার, এলপিজি: মে. টন

সন	ফিল্ড/পণ্য	সিএফপি ও সিআরইউ	আরসিএফপি	কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট	মোট	দেশের তরল জ্বালানি চাহিদা পূরণে এসজিএফএল-এর অবদান
২০২৪-২০২৫	পেট্রোল (RON 89)	১৫৩৯৪৮.৬৬৫	-	-	১৫৩৯৪৮.৬৬৫	২৭%
	অকটেন (RON 95)	৭০৯৬৫.৫৩১	-	-	৭০৯৬৫.৫৩১	১৫%
	ডিজেল	৭৯৬৪.০৩২	১৭৬৯.২৯৩	-	৯৭৩৩.৩২৫	০.২%
	কেরোসিন	১১৩৮৩.৮৫১	৬১৩.৩২৬	-	১১৯৯৭.১৭৭	১৪%
	এলপিজি	৫৮৫.৬৯৫	-	৭৫৭২.৬৯৩	৮১৫৮.৩৮৮	-
২০২৩-২০২৪	পেট্রোল (RON 89)	১৪৩৫৪৩.৯৬৬	-	-	১৪৩৫৪৩.৯৬৬	২৬%
	অকটেন (RON 95)	৭১০৪৩.৯৮৭	-	-	৭১০৪৩.৯৮৭	১৫%
	ডিজেল	৮৬৪১.৯৯১	২৯৬.৫২৮	-	৮৯৩৮.৫১৯	০.২%
	কেরোসিন	১৩৬৬২.৫৫৮	৫৬৬.২০৫	-	১৪২২৮.৭৬৩	১৬%
	এলপিজি	৪.১৯৬	-	-	৪.১৯৬	-

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন

	পেট্রোল (RON 89)	অকটেন (RON 95)	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি
২০২৪-২০২৫	১৫৩৯৪৮.৬৬৫	৭০৯৬৫.৫৩১	৯৭৩৩.৩২৫	১১৯৯৭.১৭৭	৮১৫৮.৩৮৮
২০২৩-২০২৪	১৪৩৫৪৩.৯৬৬	৭১০৪৩.৯৮৭	৮৯৩৮.৫১৯	১৪২২৮.৭৬৩	৪.১৯৬

৩.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

আবিস্কারের সন	:	১৯৫৫
এ যাবৎ খননকৃত মোট কূপ সংখ্যা	:	১০ টি
উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	:	৪ টি
উত্তোলনযোগ্য মজুদ	:	৩৮৫ বিসিএফ [Schlumberger, ২০১৮]
জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উৎপাদন	:	২২৮.৫১ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য মজুদের ৫৯.৩৫%)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ ফিল্ড হতে দৈনিক গড়ে ১০.২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে দৈনিক গড়ে ৬৩.৪৯ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড-এ এবং কনডেনসেট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফিল্ডে সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে নভেম্বর, ২০২৪ হতে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং সিলেট-১০নং কূপের খনন ও কূপটি হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন কাজ শেষে এপ্রিল, ২০২৫ হতে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ শুরু করা হয়। অপরদিকে, জুলাই ২০২৫ হতে সিলেট-১০ এক্স নং

কূপ এবং সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে সিলেট-১১নং কূপের খনন কাজ চলমান আছে। খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে কূপ ২টি হতে দৈনিক কম বেশি ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড		
আবিস্কারের সন	:	১৯৬১
এ যাবৎ খননকৃত মোট কূপ সংখ্যা	:	৮ টি
উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	:	৪ টি
উত্তোলনযোগ্য মজুদ	:	৯০০.০৫ বিসিএফ [Schlumberger, ২০১৮]
জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উৎপাদন	:	৮২৭.০৫ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য মজুদের ৯১.৮৯%)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ ফিল্ড হতে দৈনিক গড়ে ৪০.৮১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে দৈনিক গড়ে ৩০৮.৫০ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড ও উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়েছে। উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত নিজস্ব কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টস ও সিআরইউ প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত এনজিএল (দৈনিক প্রায় ৩৫০ ব্যারেল) ফিড হিসেবে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফিল্ডে কৈলাশটিলা-৮নং কূপের খনন ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে জুলাই ২০২৪ হতে কমবেশি ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং কৈলাশটিলা-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক কমবেশি ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু করা হয়। অপরদিকে, আগস্ট ২০২৫ হতে কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান আছে। ওয়ার্কওভার শেষে কূপটি হতে দৈনিক কমবেশি ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড		
আবিস্কারের সন	:	১৯৬০
এ যাবৎ খননকৃত মোট কূপ সংখ্যা	:	১১ টি
উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	:	৭ টি
উত্তোলনযোগ্য মজুদ	:	১২৯৭.১০ বিসিএফ [Schlumberger, ২০১৮]
জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উৎপাদন	:	৭৪৭.৬৪ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য মজুদের ৫৭.৬৪%)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ ফিল্ড হতে দৈনিক গড়ে ৬৮.৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে দৈনিক গড়ে ৪১.৩২ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়েছে। উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত নিজস্ব কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টস ও সিআরইউ প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জুলাই ২০২৫ হতে রশিদপুর-৩নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়ে সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ওয়ার্কওভার শেষে এ কূপ হতে দৈনিক কমবেশি ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু করা হয়। অপরদিকে, রশিদপুর-১১ ও রশিদপুর-১৩নং কূপের খননকাজ চলমান রয়েছে। খননকাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে আলোচ্য কূপ ২টি হতে দৈনিক কমবেশি ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড		
আবিস্কারের সন	:	১৯৮১
এ যাবৎ খননকৃত মোট কূপ সংখ্যা	:	২ টি
উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	:	২ টি
উত্তোলনযোগ্য মজুদ	:	২৩৫.৮৭ বিসিএফ [BGP, ২০২৩]
জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উৎপাদন	:	১২০.৫৫ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য মজুদের ৫১.১১%)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ ফিল্ড হতে দৈনিক গড়ে ১৪.৬৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে দৈনিক গড়ে ২১৩.৮৫ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড এবং কনডেনসেট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে, বিয়ানীবাজার-২নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে। ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে কূপটি হতে দৈনিক কমবেশি ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

৪.০ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড/স্থাপনার ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিচালন কার্যক্রমের চিত্র:	
গ্যাস উৎপাদন:	কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড (হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার)-এর উৎপাদনরত ১৭টি কূপ হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস উৎপাদন করা হয়।
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন:	শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেস করে অকটেন (RON 95), পেট্রোল (RON 89), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি উৎপাদন করা হয়।
অন্যান্য তথ্য:	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল হতে এসজিএফএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ০২-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট এসজিএফএল কর্তৃক পুনঃচালু করা হয় এবং অদ্যাবধি উৎপাদনে আছে।
	কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত এনজিএল কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে ফিড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট উৎপাদনে আসায় কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে এনজিএল উৎপাদন পুনরায় শুরু করা হয়েছে।
	কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে উৎপাদিত সুপারলাইট কনডেনসেট ট্যাংকলরীর মাধ্যমে রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইনের মাধ্যমে স্থানান্তর করে ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণ করে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89) হিসেবে বিপিসি'র মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।
	অপরদিকে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে উৎপাদিত এলপিজি নিকটস্থ বিপিসি'র এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিজিএল)-এর কৈলাশটিলা এলপিজি বটলিং প্লান্টে সরবরাহ করা হচ্ছে।
	এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ও শেভরনের মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট, জেজিটিডিএসএল-এর শাহজীবাজার ডিআরএস-এ সংগৃহীত কনডেনসেট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়।

৫.০ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট/স্থাপনাসমূহের বিবরণ

এসজিএফএল-এর ফিল্ডসমূহে স্থাপিত গ্যাস প্রসেস প্লান্ট, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট:

গ্যাস ফিল্ডের নাম	প্লান্টের ধরণ (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	দৈনিক স্থাপিত ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদিত পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১৯৬০-৬১, ২০২৩-২০২৪)	২	৭৫	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট ও এনজিএল
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	৩০	
	এমএসটিই (১৯৯০-৯৫)	১	৯০	
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩; ১৯৯৯-২০০০)	২	১১৫	
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৬০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৬০	

খ) এলপিজি প্লান্ট, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট:

প্লান্ট/ স্থাপনার নাম		বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
		স্থাপনকাল	ইউনিট সংখ্যা	দৈনিক স্থাপিত ক্ষমতা (ব্যারেল)	পণ্য
৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিং রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ)		২০২১	১	৩০০০	অকটেন, পেট্রোল (RON 89), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যা কশনেশন প্লান্ট		২০১৮	১	৪০০০	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	ইউনিট-২	২০১২	১	১২৫০	পেট্রোল (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন [বর্তমানে বন্ধ আছে]
	ইউনিট-১	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন
কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট	ইউনিট-২	২০০৭	১	১১০০	এলপিজি ও এসএলসি
	ইউনিট-১	১৯৯৮	১	৬০৫	এলপিজি ও এসএলসি [বর্তমানে বন্ধ আছে]
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট		১৯৮৩	১	৩০০	পেট্রোল (RON 81) ও ডিজেল [বর্তমানে বন্ধ আছে]
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট		১৯৬১	১	৬৮	পেট্রোল (RON 81) ও কেরোসিন [বর্তমানে বন্ধ আছে]

৬.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান:

৬.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস: মিলিয়ন ঘনফুট

বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী মোট গ্যাস বিক্রয়:		
• জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	২৩০৫৪.৯৬৭০২	১৭০৫৬.৬৫০৯৪
• বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	১৫০৪৭.১১২৭২	৮৮৯৯.২৩৫৫৪৯
• পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৭৬৮৭.৮৫৬০৭৭	৮৬২১.০৩৮৬৫৪
• গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	২৯০৫.৩৩৫০৯৬	২৮৪৯.৬৬৪৫৯৮
নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহের জ্বালানির কাজে	২২৫.৬৭৭১১৮	২০৭.২৫৭৯৬১৮
সর্বমোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ	৪৮,৯২০.৯৪৮	৩৭,৬৩৩.৮৭৪
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ১১,২৮৭.১০ মিলিয়ন ঘনফুট		

গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে)	২৩৭.৩৩৬	২৮৬.০১

মোট গ্যাস বিক্রয়

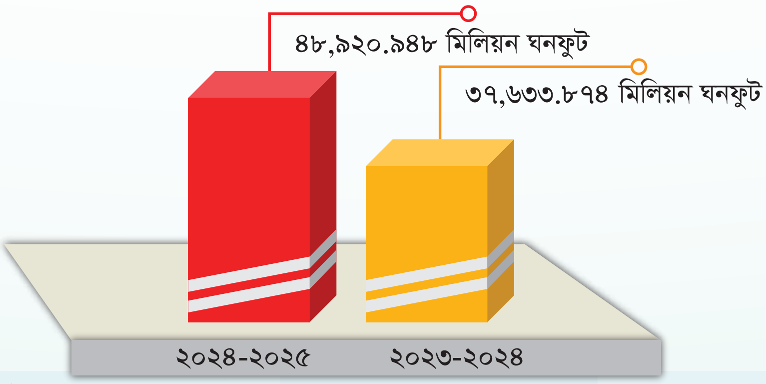

৬.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার

বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
(ক) কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-উপজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়	১৭,৮৯৮.৫০	১৪,৭৭২.৩৭
(খ) এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে সরবরাহ:		
• শেভরনের মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট	৫৪.০০০	১৭৫.৫০০
• বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের কনডেনসেট	৬৭.৫০০	৩৫১.০০০
• জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড-এর কনডেনসেট	১৩.৫০০	২৭.০০০
মোট:	১৮,০৩৩.৫০	১৫,৩২৫.৩৭
এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কনডেনসেট ফ্র্যাকনেশন প্লান্টের নিকট কোম্পানির নিজস্ব ও সংগৃহীত কনডেনসেটের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৭০৮.১৩ কিলোলিটার (১৭.৬৭%) বেশি]		

উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার; এলপিজি: মে. টন

বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
(গ)আরসিএফপি, ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি, কৈলাশটিলা ও হরিপুর স্থাপনার ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়:		
• পেট্রোল	১,৫২,৫০৬.৭৪	১,৪৬,৮৩২.৬৯
• ডিজেল	৯,৮৭২.৮০	৯,১৮৪.৩০
• কেরোসিন	১১,৯৬৪.৯৮	১৪,১৫৩.৪৪
• অকটেন	৭১,৮৭৭.৩৭	৭৩,২১১.৬৩
• এলপিজি	৪,২৩৮.২৫	২৪৪.৬৬
• এনজিএল	-	৫৫.০০

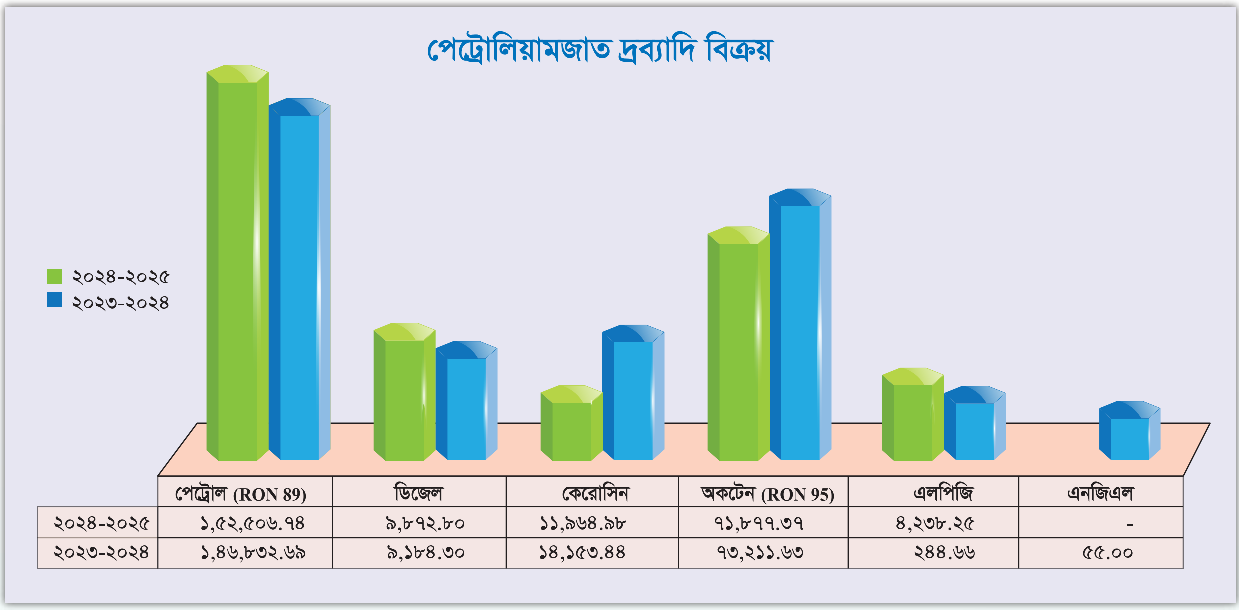

৭.০ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, উপজাত দ্রব্য (কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল) এবং এলপিজি বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

গ্যাস: এমএমসিএফ, উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার; এলপিজি: মে. টন

পণ্য	২০২৪-২০২৫			২০২৩-২০২৪		
	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৪৮,৯২০.৯৫	৪৬৯.৫৫	১৭.১৩	৩৭,৬৩৩.৮৫	৩৪৯.০০	১৩.৬০
কনডেনসেট	১৭,৮৯৮.৫০	২,২৭১.২৭	৮২.৮৭	১৫,৩২৫.৩৭	২,২১৮.০৩	৮৬.৪০
পেট্রোল	১৫২,৫০৬.৭৪			১,৪৬,৮৩২.৬৯		
ডিজেল	৯,৮৭২.৮০			৯,১৮৪.৩০		
কেরোসিন	১১,৯৬৪.৯৮			১৪,১৫৩.৪৪		
অকটেন	৭১,৮৭৭.৩৭			৭৩,২১১.৬৩		
এলপিজি	৪,২৩৮.২৫			২৪৪.৬৬		
এনজিএল	-			৫৫.০০		
মোট		২,৭৪০.৮২	১০০.০০		২,৫৬৭.০৩	১০০.০০

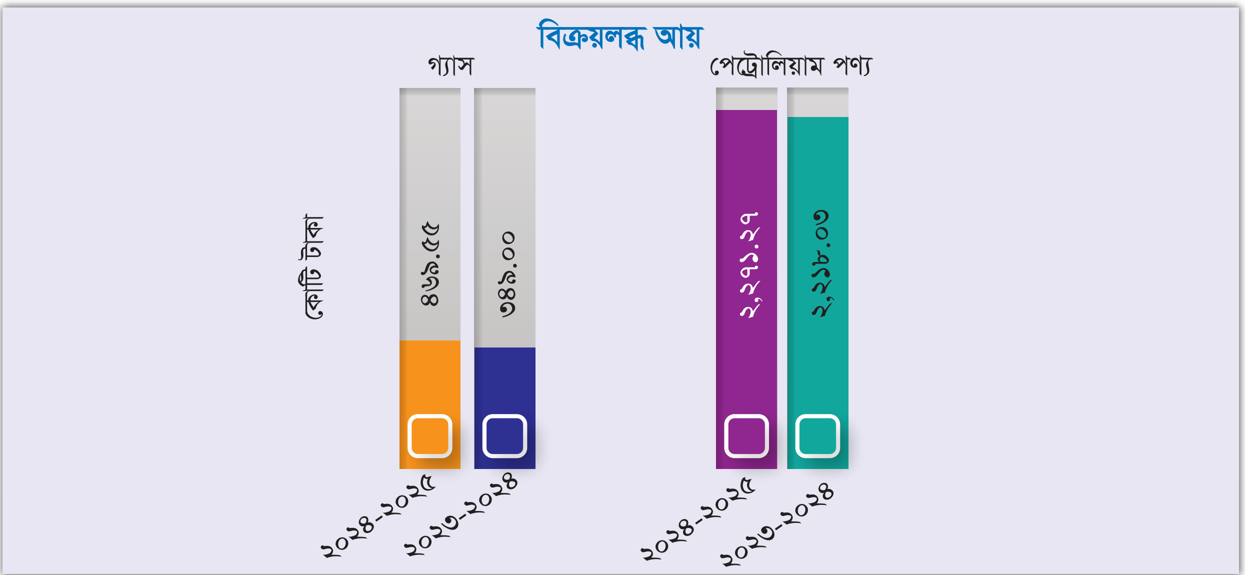

- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৭৩.৭৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৭৭ ভাগ বেশি।
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ বিগত বছরের বিক্রয়ের পরিমাণ-এর তুলনায় ১১২৮৭.১০ এমএমসিএফ বা শতকরা ২৯.৯৯ ভাগ বেশি।
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেট বরাদ্দ ও প্রকৃত প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কনডেনসেট হতে মটর স্পিরিট আহরণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রয় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.১ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ১৮৪.৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৫৪.৬৭ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৯.৮১ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.১৬ ভাগ কম।

- এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১০.৫০ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১০.৭৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় কম হয়েছে।
- এছাড়া, বিভিন্ন উপ-খাতে অত্যাবশ্যকীয় নয়, এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

৭.২ পরিচালনা ব্যয়

বিবরণ
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিচালনা ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ১,৬৫১.৮৬ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালনা ব্যয় হয়েছে ১,৬৪৭.৫৭ কোটি টাকা, যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ০.২৬ ভাগ কম।
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের বিপরীত বেতন-ভাতাদি খাতে ১০.৫০ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম হওয়ায় ১০.৭৪ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপ-খাতে আরো ৮.৫৭ কোটি টাকা, অবচয় খাতে ১৬.৮৬ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ০.৯০ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির বিক্রয়জনিত পরিবহণ ব্যয় ১৯.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় কম হয়েছে।
অপরদিকে, কনডেনসেট ক্রয় খাতে ৬৪.২৯ কোটি টাকা এবং মজুদ সমন্বয় খাতে ১.০২ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় বেশি হয়েছে।
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,৬০৫.৩৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে প্রকৃত ব্যয় ১,৬৪৭.৫৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪২.২২ কোটি টাকা বা শতকরা ২.৬৩ ভাগ বেশি।
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের ফিড কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ২৩.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
এছাড়াও, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১৪.২৭ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন বাবদ ৪.২৮ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় বাবদ ১.১৯ কোটি টাকা, মজুদ সমন্বয় বাবদ ৪.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
অপরদিকে, পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত খরচের তুলনায় বেতন-ভাতাদি খাতে ৩.১৭ কোটি টাকা, অন্যান্য উপ-খাতে ১.৫৩ কোটি টাকা, অবচয় খাতে ০.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৮.০ মুনাফা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০২৪-২০২৫		২০২৩-২০২৪	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	৪৬৯.৫৬	১৬.৫২	৩৪৯.০০	১২.৮৮
উপজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	২,২৭১.২৬	৭৯.৯০	২,২১৮.০৩	৮১.৮৫
সুদসহ অন্যান্য আয়	১০১.৮৯	৩.৫৮	১৪২.৮৩	৫.২৭
মোট:	২,৮৪২.৭১	১০০.০০	২,৭০৯.৮৬	১০০.০০

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ২,৩০৪.১২ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৫৩৮.৫৯ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১.৬৪ কোটি টাকা বা শতকরা ০.৩০ ভাগ কম।

৯.০ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৬.৪১:৮৩.৫৯ এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২২.৫২:৭৭.৪৮। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট কূপ নং-১০, এ্যাকারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪'র ৩ডি সাইসমিক জরিপ এবং হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ২২৩.৩৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করার পাশাপাশি কৈলাশটিলা-৭, রশিদপুর-১০ ও ১২নং কূপ খনন প্রকল্পসমূহের ঋণ বাবদ মোট ৫০৮.৫৯ কোটি টাকা মওকুফ করা হয় এবং ৩৪.৩১ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের পরিমাণ নিট ৩১৯.৫২ কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৪.৯৭ ভাগ, যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ৩৪.৪৭ ভাগ।

১০.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৮৭৬.৫৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৩১.৯৮ ভাগ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৭৮.৪৪ কোটি টাকা। কোম্পানির বিক্রয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২৪-২০২৫		২০২৩-২০২৪	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৫৮৫.২৩	৬৬.৭৭	৪৮৩.৬৯	৫৩.৮২
আয়কর	১৮৮.৯৩	২১.৫৫	২০৪.৪৯	৩২.০৪
লভ্যাংশ	৪৪.০০	৫.০২	৭০.০০	১০.৯৭
ডিএসএল	৫৮.৩৭	৬.৬৬	২০.২৬	৩.১৭
মোট	৮৭৬.৫৩	১০০.০০	৭৭৮.৪৪	১০০.০০

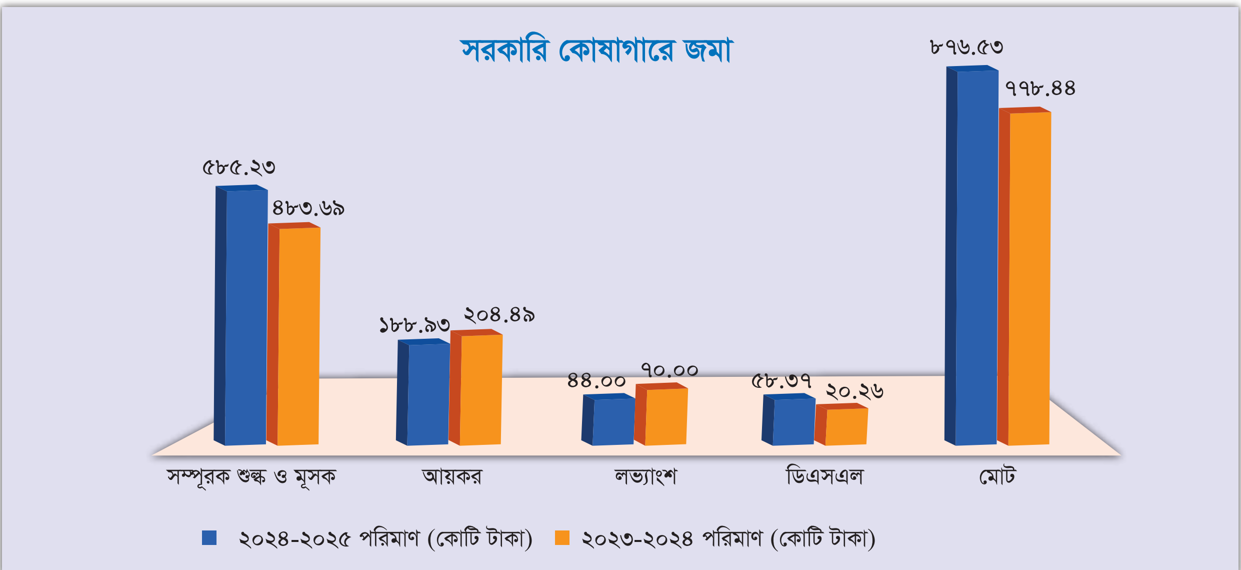

১১.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮৮.২২ কোটি টাকা, যা গড়ে ৩.৮৪ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ' পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৮৭৪.৯৪ কোটি টাকা, যা ৪.৯৭ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২২.৯৬ কোটি টাকা, যা গড়ে ৮.২৯ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৮৫.৫৯ কোটি টাকা, যা ১০.৫৭ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০.৯৬ কোটি টাকা, যা গড়ে ৩ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ১৮০.৮৯ কোটি টাকা, যা গড়ে ১.৬৬ মাসের দেনার সমপরিমাণ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৩২২.৭৩ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৯২১.৬৬ কোটি টাকা। অপরদিকে, জিডিএফ ফান্ড হতে কৈলাশটিলা-৭নং কূপের প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২নং কূপ হতে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

১২.০ মূলধন কাঠামো

১২.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫০ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

১২.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২.০১ কোটি টাকা।

১২.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ৪৪.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে, যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৩১.০০ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

১৩.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(ক) সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

(১) কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

মোট ব্যয়	:	১৫১৮৬.৮৩ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন	:	ডিপিপি ২১ মার্চ ২০২১
বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্প এলাকা	:	গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
অগ্রগতি	:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
ফলাফল	:	২৪ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে দৈনিক কমবেশী ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

(২) হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

মোট ব্যয়	:	১৪৬৬৪.১৫ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	:	জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন	:	ডিপিপি ৩১ অগাস্ট ২০২২
বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০২২-জুন ২০২৫
প্রকল্প এলাকা	:	জৈন্তাপুর, সিলেট।
অগ্রগতি	:	প্লান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ফলাফল	:	০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

মোট ব্যয়	:	২৫৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে
অনুমোদন	:	ডিপিপি ২৯ জানুয়ারি ২০২৩
বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০২৩ - জুন ২০২৫
প্রকল্প এলাকা	:	গোলাপগঞ্জ ও জৈন্তাপুর, সিলেট এবং বাহুবল, হবিগঞ্জ।
অগ্রগতি	:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
ফলাফল	:	কৈলাশটিলা-২নং কূপ থেকে ২৩-১১-২০২৩ তারিখ হতে দৈনিক ৬.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে, রশিদপুর-২ নং কূপ থেকে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ও সিলেট-৭নং কূপ থেকে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ হতে দৈনিক ৮.০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

(খ) চলমান অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(১) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

মোট ব্যয়	:	৩৯৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	:	জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থ।
অনুমোদন	:	ডিপিপি ২৬ অগাস্ট ২০২১
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৫
প্রকল্প এলাকা	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় মোট ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার।
অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৬৮৭.৩৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০০%।
ফলাফল	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপের ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১২টি ড্রিলেবল কূপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত স্ট্রাকচারসমূহে সর্বমোট ২৭৯৪.৪০ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে।

(২) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত):

মোট ব্যয়	:	৫১৭১০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	:	জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন	:	ডিপিপি ২৩ ডিসেম্বর ২০২১
বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০২১- জুন ২০২৬
প্রকল্প এলাকা	:	জৈন্তাপুর, সিলেট
অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২৭২১.১১ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.৯৪%। -প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপ খনন সমাপনান্তে কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ ইঞ্চি উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ থেকে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০এক্স নং কূপটি ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় খননের লক্ষ্যে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। বর্তমানে ২৯১৮ মিটার পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ফলাফল	:	বর্তমানে সিলেট-১০নং কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ১.৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ৩.৫ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া সিলেট-১০এক্স নং কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

(৩) সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

মোট ব্যয় : ৫৯৯৫০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন : কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন : ডিপিপি ১৮ এপ্রিল ২০২৪
বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : জৈন্তাপুর, সিলেট ও বাহুবল, হবিগঞ্জ।
অগ্রগতি : প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫২৫.৪২ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.০৭%।
- সিলেট-১১নং কূপটি ২০০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় খননের লক্ষ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। বর্তমানে ১৬০৩ মিটার পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- রশিদপুর-১৩নং কূপ খনন এলাকা ও সংযোগ রাস্তার মাটি ভরাট ও লেভেলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মাটি রোলিং/কম্পেকশনের কাজ ও সংযোগ রাস্তার হেরিং বোন বন্ডের কাজ চলমান রয়েছে।
ফলাফল : আলোচ্য কূপ দু'টির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

(৪) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

মোট ব্যয় : ৬৪৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন : জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন : ডিপিপি ২৭ জানুয়ারি ২০২৫
বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০২৪-সেপ্টেম্বর ২০২৬
প্রকল্প এলাকা : জৈন্তাপুর ও গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
অগ্রগতি : প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩৮.৭৬ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬.৪৭%।
-প্রকল্পের খনন ঠিকাদার নিয়োজন ও পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজনের লক্ষ্যে খসড়া চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে।
ফলাফল : আলোচ্য কূপ দু'টির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

(৫) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

মোট ব্যয় : ২৭১৮৭.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন : জিওবি এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থ
অনুমোদন : ডিপিপি ১৪ জানুয়ারি ২০২৫
বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০২৪ হতে জুন ২০২৬
প্রকল্প এলাকা : বাহুবল, হবিগঞ্জ।
অগ্রগতি : প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১০৫.১২ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.৭২%।
-কূপটি ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় খননের লক্ষ্যে ০৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়েছে।

ফলাফল : আলোচ্য কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

(৬) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার:

মোট ব্যয় : ২২৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়ন : কোম্পানির নিজস্ব অর্থ

অনুমোদন : ডিপিপি ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রকল্প এলাকা : গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার, সিলেট এবং বাহুবল, হবিগঞ্জ।

অগ্রগতি : প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৯৯.৭৯ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৯.৮৪%।
-রশিদপুর-৩নং কূপ থেকে ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
-কৈলাশটিলা-১নং কূপের ০৪-১১-২০২৫ তারিখে (২২৪২-২২৪৪; ২২৪৯.৭-২২৫১ ও ২২৬৪-২২৬৬.৭) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হয়েছে এবং গ্যাসের ফ্লো পাওয়া গিয়েছে। কূপটির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশি ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
-বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ এবং মালামাল মোবিলাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে।

ফলাফল : আলোচ্য কূপসমূহের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

(৭) সিলেট-১২নং কূপ (তেল কূপ) খনন:

মোট ব্যয় : ২৫৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়ন : জিওবি এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থ

অনুমোদন : ডিপিপি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৬

প্রকল্প এলাকা : জৈন্তাপুর, সিলেট।

অগ্রগতি : প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯.২৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১১.১০%।
- টার্ণ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োজনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে।

ফলাফল : আলোচ্য কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

১৪.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

১৪.১ গ্যাস উত্তোলনে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০)

(ক) ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার লামিগাঁও, লালাবাজার, দোয়ারাবাজার সাউথ এবং রশিদপুর সাউথ স্ট্রাকচার।
(খ) ১টি মূল্যায়ন-কাম-অনুসন্ধান কূপ (বিয়ানীবাজার-৩) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (বাতচিয়া-১ ও কৈলাশটিলা-১০) খনন;
(গ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগজ-১ ও সিলেট-১৩) খনন;
(ঘ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (বিয়ানীবাজার-৪ ও ৬) খনন;
(ঙ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৪ ও ডুপিটিলা-২) খনন;
(চ) দোয়ারাবাজার-১নং কূপ (মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ) ও দোয়ারাবাজার-৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ছ) রশিদপুর-৭ ও সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(জ) রশিদপুর ১৫নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন।

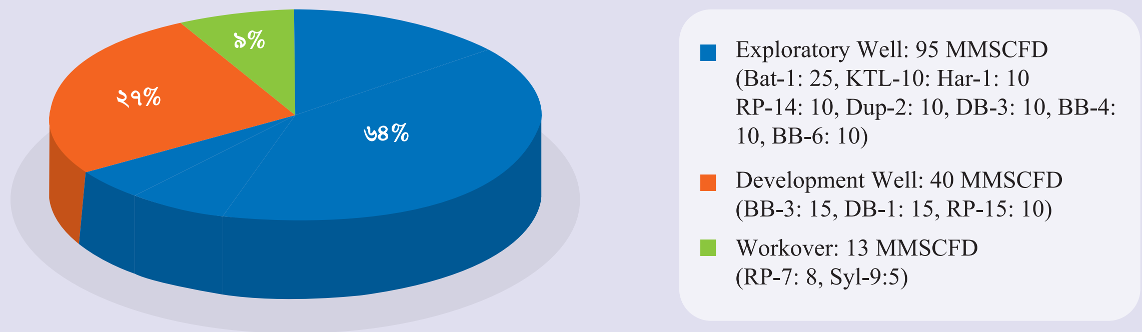

Note:
Syl: Sylhet, KTL: Kailashtilla, RP: Rashidpur, BB: Beanibazar, DB: Dowarabazar, Dup: Dupitila, Bat: Batchia, Har: Harargoj

১৪.২ গ্যাস উত্তোলনে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩১-২০৪০)

(ক) ডুপিটিলা ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(খ) দোয়ারাবাজার-৪, ৬ ও ৭ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(গ) দোয়ারাবাজার ফিল্ডে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(ঘ) রশিদপুর-১৬ (উন্নয়ন কূপ) ও কৈলাশটিলা-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঙ) বাতচিয়া ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(চ) বাতচিয়া-২ (অনুসন্ধান কূপ), কুড়িগাঁও-১ (অনুসন্ধান কূপ), হারারগজ-২ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ছ) বিয়ানীবাজার-৫ (অনুসন্ধান কূপ) এবং আটগ্রাম-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(জ) সিলেট-৭, সিলেট-১০ ও কৈলাশটিলা-৮নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঝ) কৈলাশটিলা-৫ ও কৈলাশটিলা-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঞ) ডুপিটিলা-৩ (উন্নয়ন কূপ) ও বাতচিয়া-৩ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ট) দোয়ারাবাজার-২ ও ৫ (মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ) খনন।

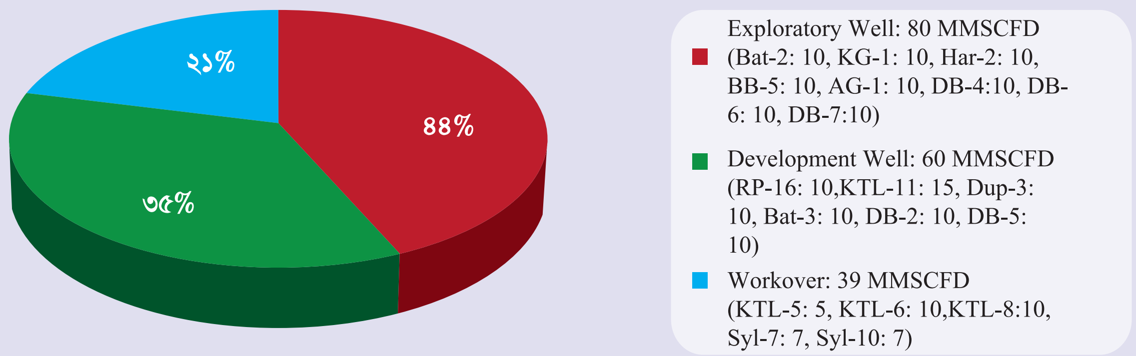

Note:
Syl: Sylhet, KTL: Kailashtilla, RP: Rashidpur, BB: Beanibazar, DB: Dowarabazar, Dup: Dupitila, Bat: Batchia, Har: Harargaj

১৪.৩ গ্যাস উত্তোলনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৪১-২০৫০)

(ক) রশিদপুর-১৭নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(খ) সিলেট-১১ ও কৈলাশটিলা-১১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(গ) দোয়ারাবাজার-৩, ৬ ও ৭নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঘ) বিয়ানীবাজার-৩, ৪ ও ৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঙ) আটগ্রাম ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(চ) হারারগজ ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(ছ) রশিদপুর-১৪, ১৫ ও ১৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(জ) দোয়ারাবাজার -১, ৪ ও ৫নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঝ) আটগ্রাম-১, বাতচিয়া-২ ও হারারগজ -২নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঞ) ডুপিটিলা-১ ও ডুপিটিলা-৩নং কূপ ওয়ার্কওভার।
(ট) লামিগাঁও-১ ও লালাবাজার-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঠ) দোয়ারাবাজার সাউথ-১ ও রশিদপুর সাউথ-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

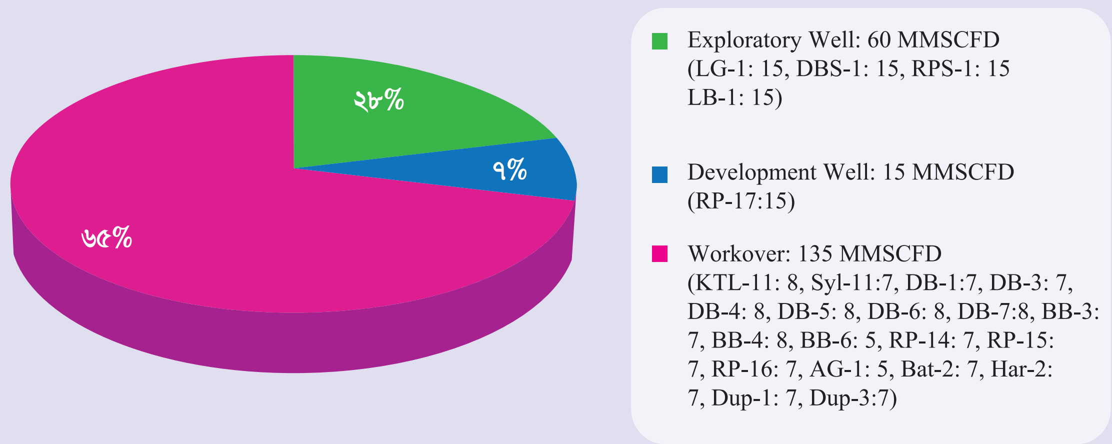

Note:
Syl: Sylhet, KTL: Kailashtilla, RP: Rashidpur, RPS: Rashidpur South, BB: Beanibazar, DB: Dowarabazar, DBS: Dowarabazar South, Dup: Dupitila, Bat: Batchia, Har: Harargaj, LG: Lamnigoan, LB: Lalabazar

১৫.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬৪৯ জন কর্মকর্তা ও ৫৬৬ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ১২১৫ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও ১৮০ জন কর্মচারীসহ মোট ৫১১ জন জনবল কর্মরত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১ জন কর্মকর্তা ও ১৬ জন কর্মচারী নিয়মিত অবসর গ্রহণ করেন। এ অর্থবছরে ০৪ জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন এবং ০৩ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন।

কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কারিগরি ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদে ০১ জন কর্মকর্তাকে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল মূলত ইনহাউজ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত। প্রশিক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সরকারি বিধি নিষেধ থাকায় এ বছর কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৫.২ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির ২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৭০ জন কর্মকর্তা, ৫টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সম্মেলন কর্মসূচীর আওতায় ৯০ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৪৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৫.৩ বিদেশ প্রশিক্ষণ

সরকারি বিধি-নিষেধ থাকার প্রেক্ষাপটে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। তবে চলমান প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারের অর্থায়নে ৩টি গ্রুপের মাধ্যমে বিদেশ পরিদর্শনে কোম্পানির ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১৬.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সময়ে সময়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

১৭.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি এসজিএফএল সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল, এনজিএল ও এলপিজি উৎপাদনে যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/ আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল স্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট এবং ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) রয়েছে। অন্যান্য স্থাপনাসমূহে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ও নিজস্ব অর্থায়নে পেট্রোবাংলা কর্তৃক “Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৭.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয়। প্লান্টে কর্মরত এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৯টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, Fire & Gas Detectors, Insulation, Threaded Joint, Flanged Joint, Pipe Fittings, Valve, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১৭.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট, মনিটর, ফায়ার ওয়াটার রিং লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে ফায়ার এক্সটিংগুইসারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে কোম্পানির জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বজ্রপাতের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

১৮.০ সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)

নিজ দপ্তর ও আওতাধীন দপ্তরের/ফিল্ডসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত হালনাগাদ করে কোম্পানির ওয়েব সাইটের সেবা বক্সে আপ-লোড করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড-স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও কেপিআই গ্রেড-১ তালিকাভুক্ত স্থাপনা। কেপিআই-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড-স্থাপনাদির নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট লাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড ও স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- আন্ডার ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ সকল স্থাপনায় (প্লান্টসহ) সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড/স্থাপনাসমূহের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

২০.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২০.১ শিক্ষা বৃত্তি

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের এসএসসি/সমমান, এইচএসসি/সমমান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় চলতি অর্থবছরে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২০.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করার পাশাপাশি এ অর্থবছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

২১.০ জাতীয় দিবসসমূহ

২১.১ মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়, সকল ফিল্ড ও স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

২১.২ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ পালন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করে। প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধ-নমিতকরণ এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অতঃপর শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তর্জমা এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় শহীদদের স্মরণে বক্তব্য প্রদান করেন।

২১.৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদযাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কেক কাটা হয়।

২২.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বেশী সময় ধরে এসজিএফএল-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়ে কোম্পানি তার প্রথম উৎপাদিত গ্যাস ক্ষেত্র ছাতক ফিল্ড এবং পরবর্তী সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত রাখতে না পারায় বর্তমান গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা মোকাবেলায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৈলাশটিলা-৮নং কূপ ও সিলেট-১০নং কূপ খনন এবং সাময়িক বন্ধ থাকা সিলেট-৭নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে উৎপাদনে আনা হয়েছে। বর্তমানে কূপসমূহ হতে দৈনিক ২৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মধ্যে ৩টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৬টি নতুন কূপ খনন ও ১টি তেল কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। কূপসমূহের খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমাপনান্তে দৈনিক ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং দৈনিক ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

এছাড়া, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার ও নতুন কূপ লোকেশন চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপের ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১২টি ড্রিলেবল কূপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত স্ট্রাকচারসমূহে সর্বমোট ২৭৯৪.৪০ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে।

কোম্পানির প্রাচীনতম হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিকাজেল প্লান্ট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল জন্মলগ্ন থেকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। অনেক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটি সফলতার ধারায় পথচলা অব্যাহত রেখেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সকল বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে নিয়ে আসা, ৬টি কূপ খনন প্রকল্পসহ তাৎক্ষনিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করে গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা উত্তরণ করতে পারবে।
- এছাড়া, ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের জ্বালানি সংকট ও কোম্পানির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে।

প্রত্যাশা করছি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালক পর্ষদ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘদিনের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি কোম্পানির স্থিতিশীলতা ও দেশের জ্বালানি খাতে অবদানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। ভবিষ্যতে কোম্পানি আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

(আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি**)**
চেয়ারম্যান
এসজিএফএল পরিচালনা পর্ষদ।